১ করি ১৪ রূকুতে কি কোন বাক্যালংকার ব্যবহার করা হয়েছে? কাকে নিশ্চুপ করা হয়েছে?

হ্যাঁ, এবং এটি দারূণভাবে জটিল! এই ভাষাগত গঠনের উৎস গ্রীক শব্দ *chi* "X" বিষয়বস্তুর প্রতিসাম্য প্রদর্শন করে।(যেমন: ABBA or ABCBA or ABCCBA). পৌল করিন্থের জামাতের গোলমাল ও বিশৃঙ্খলাকে খুঁজে দেখিয়েছেন। ১ করি ১৪:৩৪-৪০ আয়াতে পৌলের গঠনটিকে খেয়াল করুন:

মূল শব্দ
chiasm
A-B-C-C-B-A

হাত —A
কনুই—B
কাঁধ—C
কাঁধ—C
কনুই—B
হাত—A

১৪:২৬ মূল বিষয়টিকে দেখান – "সব বিষয় যা জামাতকে শক্তিশালী করে"

১৪:২৮ *জিহ্বাকে চুপ করানো* **A**

১৪:৩০ *ভাববাদীদের চুপ করানো হয়েছে* **B**

১৪:৩৩ মূল বিষয়টিকে আবার দেখানো – আল্লাহ্ গোলযোগের নয় কিন্তু শান্তির

১৪:৩৪ *নারীদেরকে চুপ করানো হয়েছে* **C**

১৪:৩৬ নারীরা কথা বলার জন্য উন্মুক্ত **C**

১৪:৩৭-৩৮ মূল বিষয়টি দেখায় -"প্রভুর আদেশ- অজ্ঞ হবে না।"

১৪:৩৯ ভাববাদীরা কথা বলতে মুক্ত **B**

১৪:৩৯ *জিহ্বা মুক্ত* **A**

১৪:৪০ শেষ করা হয় মূল বিষয়ে – "সব কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে"

পৌল প্রধান ধারণা ৪ বার বলেছেন...শৃঙ্খলাপূর্ণ আরাধনা

পৌল তিন দলকে নীরব করেছেন- রূহানিক লোকদেরকে শুধরেছেন

করিন্থের জামাতে অনেক সমস্যা ছিল। পৌল প্রতিটি বিষয়কে শুধরে দিতে চেয়েছেন। প্রথমত, তিনি সেই রূহানিকদেরকে নিয়ে কথঅ বলেছেন, যাদেরকে তিনি সবসময় কথা বলার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাদের এই স্বাধীণতা বিশাল দ্বিধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। পৌল এই দলগুলিকে -ভাববাদী, পরভাষা ও নির্দিষ্ট নারীদেরকে কথা বলার জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলেন। তাদের সবার জন্য পৌল একই শব্দ ব্যবহার করেছেন-সিগাটো *sigato* । কারণ তারা ঝামেলা সৃষ্টি করেছিল, তাই তিনি তাদেরকে চুপ থাকতে বলেছেন।

পৌল তিনটি দলকে মুক্ত করেছেন- সাধুদেরকে শোধরানো

অন্যদিকে, সাধুরা স্বাধীনতার সব কিছু নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তারা পরভাষা, ভাববাণী নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তাদের মতে মহিলাদের কথা বলা লজ্জাজনক। তাই তিনি এই সব লোকদেরকে শক্তভাবে শোধরালেন ৩৬ আয়াতে, "বল দেখি, আল্লাহ্‌র কালাম কি কি তোমাদেরই নিকট হইতে বাহির হইয়া ছিল? কিম্বা কেবল তোমাদের নিকটই আসিয়াছিল?" এরপর তিনি ভাববাদী ও পরভাষীদের ৩৯ আয়াতে চিয়াজমের/বাক্যালংকারের পূর্ণতার মাধ্যমে মুক্ত করেন।

গঠন শক্তিশালীভাবে সামগ্রিক অভিপ্রায়কে প্রদর্শন করে

পৌল মন্ডলীতে বিশৃঙ্খলা দেখেছিলেন এবং একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন। পরভাষীদের (নারী পুরুষ উভয়ই)সীমা ছিল, ভাববাদীদের(নারী পুরুষ উভয়ই) সীমা ছিল, অনুসন্ধিৎসু ও ঐক্যনাশক নারীদেরও সীমা ছিল। যে গঠন পৌল দেখিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে- একটি শক্তিশালী, শান্তিপূর্ণ, বিজ্ঞ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জামাত।

উপসংহার

পৌল এই চিয়াজম বা বাক্যালংকার দ্বারা জামাতে একতা এবং শান্তি দেখিয়েছেন। পৌল এর মাধ্যমে দুই দরকে শান্ত করেছেন, রূহানিক দল এবং আইনী সাধুর দলকে। পৌল প্রথমে অতি রূহানিকদের সীমাবদ্ধ করেছেন এরপর তিনি আইনী সাধুদেরকেও শুধরেছেন রূহানিকদেরকে মুক্ত করার মাধ্যমে।

৪ টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১.এই পৃষ্ঠাটি **আল্লাহ্** সম্পর্কে আমাদেরকে কি শেখায়?

২.**জাতি বা লোক** সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়?

৩.আমি কোন আদেশটি **পালন** করবো?

৪. আমি এটি কার কাছে **বলতে** পারি?